ইসলামের চার নক্ষত্র

চার ইমাম

ড. সালমান আল-আওদাহ্

অনুবাদ
ওয়াফি অনুবাদক টিম

নিরীক্ষক
মুফতি মাহমুদুল হক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা
ফজলে মুন

বানান
উমেদ

ইসলামের চার নক্ষত্র

চার ইমাম

ড. সালমান আল-আওদাহ্

ওয়াফি পাবলিকেশন

ইসলামের চার নক্ষত্র: চার ইমাম

ড. সালমান আল-আওদাহ

গ্রন্থস্বত্ব © ওয়াফি পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা সংস্করণ
ডিসেম্বর, ২০২০

ISBN: 978-984-95013-3-6
www.wafipublication.com
+880 1799 925 050

অনলাইন পরিবেশক: www.wafilife.com

মূল্য : ৩৩৫ টাকা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক, ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Islamer Char Nokkhottro Char Imam—Bengali version of 'Ma'al Aimmah' by Dr. Salman Al-Awdah, translated by Wafi translator team, published by Wafi Publication of Bangladesh.

ওয়াফি পাবলিকেশন
বাড়ি ৩৭৬, ৩য় তলা, রোড ২৮
মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা।

ভূমিকা

বহু আলেম-সংস্কারকের জীবনী আমি পড়েছি, বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বে অনুসৃত চার ইমামের। তাদের জীবনীগুলো পেয়েছি আত্মোন্নয়ন ও উত্তম চরিত্র গঠনের মাদরাসারূপে, জ্ঞানের সুবৃহৎ পাঠশালারূপে; বরং এগুলো ভালোমতো বোঝে পড়লে সভ্যতার পুনঃজাগরণ অবশ্যম্ভাবী।

এই চিন্তা থেকেই প্রত্যেক ইমামের জীবনী নিয়ে কিছু লিখেছি— চেষ্টা করেছি সেগুলো উপকারী, নির্ভরযোগ্য ও উপভোগ্য করতে। অতঃপর গভীর নজরে তাদের জীবনের মিল-অমিলগুলো খুঁটিয়ে দেখেছি। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, জ্ঞানের পাঠশালায় তাদের মূলনীতি ও যাত্রাপথ ছিল অভিন্ন, যদিও তাদের গবেষণালব্ধ মতামত দাঁড়িয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। এ মতভেদ মূলত রহমত ও প্রশস্ততা। কেননা, বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত শরীয়তের প্রশস্ত আঙিনার কোনো অঞ্চলে যদি কোনো একটি মাযহাব মানানসই না হয়, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও যুগ-চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে ভিন্ন মাযহাব গ্রহণ করার অনুমতি শরীয়ত তাদের দিয়েছে; গোটা বিশ্ববাসীর উপর শুধু এক মাযহাব চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। আর প্রতিটি মাযহাবই শরীয়তের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বিধায় যেকোনোটির অনুসারীই শরীয়ত পালনকারী। তাই বলে পূর্ণ শরীয়তকে বেষ্টন করার দাবি কোনো মাযহাবই করে না।

এ পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য হলো, নক্ষত্রতুল্য এ সকল ইমামগণের অনুসৃত প্রকল্পে সমর্থন ও মদত যোগানো। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তাদের আল্লাহ সুপথ দিয়েছেন। অতএব তাদের পথকে আপনি অনুসরণ করুন।" [সূরা আনআম : ৯০] এ সকল মহামনীষী ইমামগণ যেমন প্রশংসিত হওয়ার উপযুক্ত, এ পুস্তিকা বাড়াবাড়ি ছাড়া তাদের তেমনি প্রশংসা করবে। আর যারা তাদের ওপর আঘাত হানে, তাদের সুউচ্চ মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করতে উদ্যত হয়, এ পুস্তিকা তাদের বাধা দেবে। যারা কোনো

এক ইমামের পক্ষপাতিত্ব করতঃ অন্যদের বিপক্ষে যায়, কোনো এক ইমামের কথাকে নির্ভুল মনে করে মাযহাব অনুসরণকে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও দ্বন্দ্বের কারণ বানাতে চেষ্টা করে; যেমনটা ইতিহাসে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে এবং আজও তার কিয়দংশ বিদ্যমান আছে— এসব মন্দের প্রতিকার করাই এ পুস্তিকাটির লক্ষ্য। যতদিন মানুষ দীনের প্রতি আগ্রহী হবে, শরীয়ত জানার চেষ্টা করবে, ততদিন এটার পুনরাবৃত্তি হবে। তাই এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন, এর মন্দ পরিণতির ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক করা জরুরি।

এ পাতাগুলো মূলত সেই মনীষীদের হকের জানান দেয়া এবং অর্পিত দায়িত্ব আদায়ের প্রচেষ্টা, আর কুরআনের এই আয়াতের বাস্তবায়ন করার প্রয়াস, "তাদের পরে যারা এসেছে, তারা বলে—হে আমাদের রব, আমাদের ক্ষমা করে দিন। আর ক্ষমা করে দিন সেসব ভাইকে, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। যারা ঈমান এনেছে, তাদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, আপনি তো করুণাময়, পরম দয়ালু। [হাশর : ১০]

এগুলো সেই মহব্বত, প্রশংসা, দুআ, অনুকম্পা ও অনুসরণেরই ঘোষণা।
আল্লাহর কাছে চাই, তিনি যেন পুস্তিকাটি কবুল করেন, আল্লাহর নেক-বান্দাদের কাছে সমাদৃত করেন। তিনি সত্য বলেন, তিনিই সুপথ দেখান।

সালমান আল-আওদাহ
কেপটাউন, জুমাবার
২০/৪/১৪৩২ হিজরী

সূচিপত্র

ইমামগণ

যুগ-সন্ধিক্ষণে ১৩
যুগ যুগ ধরে ইজমা ১৪
মূল ও শাখা ১৪
পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানো ১৬
ইমামত ও যোগ্যতা ১৮
বিপদাপদ ২৩
ঐতিহাসিক বিন্যাস ২৫
নামগুলো থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ২৭
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ৩২
ভারসাম্যের কেন্দ্র ৩৫
হক কি চার মাযহাবে সীমাবদ্ধ? ৩৭
চার মূলনীতি ৪০
তারা নিষ্পাপ নন ৪২
সীমালঙ্ঘন ও প্রত্যাখ্যানের মাঝে ইমামগণ ৪৫
ইলম ও চরিত্রের অবস্থান ৪৭
সত্যের দিকে ফিরে আসা একটি মহৎ গুণ ৪৯
ব্যক্তি ও জনগণের অধিকার ৫০
স্বভাব-চরিত্রের বৈচিত্র্য ৫৩
বিচ্ছিন্ন মত ৫৯
অভ্যাস ৬২
আমলের জন্য ইলম ৬৪
বংশ ভিন্ন হলে ৬৬
এক পশলা সাহিত্য ৬৭
আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ৭৫
ইতিহাসের পটপরিবর্তন ৭৭

ইমাম আযম

৭৯ মূল
৮০ যে আমাকে দেখেছে, তাকে যে দেখেছে সে ধন্য
৮০ হাম্মাদের মজলিসে
৮৩ বাহ্যিক রূপ
৮৬ আত্মিক পাথেয়
৮৯ দুনিয়াবিমুখ ব্যবসায়ী
৯১ বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যান
৯২ উত্তম সম্পদ
৯৪ যুগের ফকীহ
৯৭ মাদরাসাতুর রায়-এর প্রতিষ্ঠাতা
৯৮ তার ফিকহের মূলনীতি
১০০ শক্তিশালী প্রমাণ
১০২ ছাত্রদের দেখভাল করা
১০৩ আলেমদের সাক্ষ্য
১০৫ পরিত্যাজ্য বক্তব্যসমূহ
১০৬ তার ব্যাপারে যে আপত্তিগুলো করা হয়
১০৭ প্রথমত : সহীহ হাদীসের ওপর কিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া
১০৮ দ্বিতীয়ত : হাদীসে দুর্বলতা
১০৯ তৃতীয়ত : ইরজা
১১০ যবানের হেফাযত
১১১ শেষ দিন এবং অতঃপর

হিজরত-ভূমির ইমাম

১১৩ জন্ম ও সুসংবাদ
১১৪ ইলমের সাক্ষ্য
১১৬ তরুণ ফকীহ
১১৮ ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্যের পোশাক
১১৯ যে ক্ষুধার্ত তৃপ্ত হতে পারে না

আমরা দুজনই কল্যাণের পথে ১২২
মালেক ও লাইস ইবনে সাদের মাঝে ১২৩
লাইসের প্রতি মালেকের পত্র ১২৪
লাইসের পত্র ১২৭
আমীরুল মুমিনীন, তাদের ছেড়ে দিন ১৩৪
আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, এমনটা করবেন না ১৩৭
নেতৃত্ব গ্রহণের আগে যোগ্যতা অর্জন করা ১৩৮
কঠিন মাসআলা ১৪০
অপ্রয়োজনীয় বিদ্যা ১৪২
আমি জানি না ১৪৫
আলেমের মর্যাদা ১৪৬
ইমাম মালেকের পরীক্ষা ১৪৮
ব্যক্তিত্ব ও মান-সম্মান ১৫২
নীরবতা ও গৃহে অবস্থান ১৫৩
আল্লাহর আদেশ ১৫৯

আল্লাহওয়ালা দার্শনিক

বায়োডাটা ১৬২
শৈশব থেকেই তীব্র আগ্রহ ১৬৩
বিজ্ঞ ফকীহ ১৬৬
ভাষা, সাহিত্য ও বাচনভঙ্গি ১৬৭
কিছু সূক্ষ্ম উক্তি সংকলন ১৬৮
তর্ক-বিতর্কের শিষ্টাচার ১৭০
পক্ষপাতিত্ব ও নিরপেক্ষতা ১৭৩
স্বভাব-চরিত্রের কিছু দিক ১৭৫
ব্যক্তিত্ব ও বদান্যতা ১৭৮
স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান ১৭৯
ছোট্টকথন ১৮১
শাফেয়ী ও শিয়াপ্রভাব ১৮১
শাফেয়ী ও মুতাযিলা ১৮২

১৮৪ পুরাতন ও নতুন
১৮৬ আর-রিসালাহ
১৮৯ সত্য প্রশংসা
১৯০ যাত্রার পরিসমাপ্তি

ইমামু আহলিস সুন্নাহ

১৯১ জন্ম ও সফর
১৯২ মৃত্যু নাগাদ
১৯৩ অবস্থান ও মর্যাদা
১৯৫ ভেতর-বাহির
১৯৭ তাফসীর ও হাদীসের মাঝে
১৯৮ 'ফকীহ' আহমদ
১৯৯ নতুনত্ব ও অনুসরণ
২০০ খ্যাতির পরীক্ষা
২০৩ রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া
২০৫ পরহেজগারিতায় ইমাম
২০৭ আমার সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক?
২১২ নবীদের চরিত্র
২১৩ সাধারণ মানুষের সাথে আহমদ
২১৪ কুরআন সৃষ্ট'—এ মত নিয়ে ফিতনাহ
২১৫ মামুনের যুগে
২১৭ মু'তাসিমের যুগে
২২০ ওয়াসেক্ব-এর যুগে
২২০ ইমাম আহমদের ঘটনা বেশ কিছু শিক্ষা দেয়
২২২ যে ক্ষমা করে, যে আপস-নিষ্পত্তি করে
২২৩ যুগের অন্যান্য আলেমদের সাথে
২২৩ তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য যারা
২২৮ আখিরাতের নিবাস

ইমামগণ

১- যুগ-সন্ধিক্ষণে

চার ইমামের উপস্থিতি ঘটেছিল ইতিহাসের এক উৎকর্ষময় যুগে। এ সময় দুই প্রকার মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেছিল।

প্রথমত : ব্যক্তিত্ব ও আত্মপরিচয় সংরক্ষণ করা এবং আকীদা, ইবাদত, চালচলন ও জীবন চলার পদ্ধতিতে ইসলাম আঁকড়ে ধরা। উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র্য, শক্তিমত্তা, মাহাত্ম্য, শিক্ষাগ্রহণ, সাংস্কৃতিক ভিত্তিস্থাপনের রহস্য ছিল এটা। চার মাযহাবের রেখা টানার মাধ্যমে এক নবযাত্রার ঘোষণা আসে; যা অনুসরণ মজবুত করা, মৈত্রী নবায়ন করা ও মানহাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন সৃষ্টি করে।

হ্যাঁ, রেখা টানার অর্থটা শাব্দিক না। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এই সকল ইমামের অবস্থান ক্রমে নির্ধারণ করে দেয়। কেবল তাদের ব্যক্তিত্বে নয়; বরং বুঝ-অনুধাবন-উদ্ভাবনের প্রকৃতিতে ও শরীয়তের বিবিধ ভাষ্য থেকে সমাধান বের করে আনার পদ্ধতিতেও।

দ্বিতীয়ত : পরিবর্তিত অবস্থাকে খোলা মনে গ্রহণ করে নেওয়া। মানবজীবনের এ পরিবর্তন আল্লাহর রীতি। তা যেন এমন এক প্রবহমান নদী, যা কখনো থামতে জানে না। তবে পরিবর্তনের ধারাটা দ্রুততর হয় উম্মাহর ব্যাপকতা ও সমগ্র জাতি ইসলামে প্রবেশের মাধ্যমে। স্বভাবতই এ কারণে নানান সমস্যা ঘটতে পারে। মুসলিমদের সাথে অন্যান্য জাতির মেলামেশা, সভ্যতার প্রভাব ও সংস্কৃতির মিলনের মাধ্যমেও পরিবর্তন হয়ে থাকে।

তারা ছিলেন নবুয়ত, কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ও সাহাবীদের যুগের কাছাকাছি। একই সাথে তারা রাজনীতি ও সভ্যতার উন্নত যুগের সাথে এক সেতুবন্ধ স্থাপন করেন।

২- যুগ যুগ ধরে ইজমা

উম্মাহ যে তাদের ব্যাপারে একমত হয়েছে, এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার না। মনে হচ্ছে যেন আমরা একটি সত্যিকারের নির্বাচনে আছি। পৃথিবীর বুকে বসবাসরত দেড় কোটি মুসলিম নিয়ে সে নির্বাচন। আরও অসংখ্য মানুষ—যাদের সংখ্যা কেবল আল্লাহ জানেন—যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের অনুসরণের ঘোষণা দিচ্ছে, তাদের প্রতি নিজেদের নির্ভরতা জানান দিচ্ছে, আর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তাদের দিকে নিজেদের ফিকহী ও আকীদাগত সম্পৃক্ততা সাব্যস্ত করছে।

এটা সত্য যে, প্রত্যেক ইমামেরই নির্দিষ্ট কিছু অনুসারী আছে। কিন্তু ঈমানের মূলনীতি এবং মাসআলা উদঘাটনের মৌলিক পদ্ধতিগুলোতে সব ইমাম সামষ্টিকভাবে একমত। এর অর্থ উম্মাহ সামগ্রিকভাবে এ চার জনকে অনুসরণ করেছে, যদিও ব্যাখ্যা-বিশ্লষণ ও ফিকহী আমলে কিছু পার্থক্য ঘটেছে।

তবে ফিকহী বিষয়াবলিতেও মতভেদের থেকে ঐকমত্যের পরিমাণ বেশি। আর শাখাগত বিষয়ে মতভেদ তো সংকীর্ণ বা নিন্দনীয় ব্যাপার নয়; বরং তা দীনের মধ্যে প্রশস্ততা।

৩- মূল ও শাখা

মূলের ব্যাপারে তাদের একমত হওয়াটা যেমন তাদের মিলের জায়গা, শাখাগত বিষয়ে তাদের মতভেদ হওয়াটা একই সাথে তাদের মিল ও পার্থক্যের নিদর্শন।

এটা এ দিক থেকে মিলের নিদর্শন যে, তারা যেহেতু মতভেদ করেছেন, তাহলে তাদের পরবর্তী যারা আছে তাদের জন্যও তারা মতভেদের সুযোগ রেখে গেছেন। তাদের কাজ এ প্রমাণ বহন করে যে, এটা ইখতিলাফী মাসআলা। আর তাদের মাযহাবে যে মতগুলো আছে সেগুলো নির্ভরযোগ্য মত। এগুলো আলেমদের পদস্খলন কিংবা ফিকহী বিচ্ছিন্ন মতামত নয়; বরং যথার্থ মূলনীতির ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা।

আমরা যদিও এটা বলব, কোনো একটি মাসআলায় একজনের মতই সঠিক আর বাকি সবাই ইজতিহাদের সওয়াব পাবেন; তবে আমরা মাসআলার দিকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব যে, এই বিধানগত মতভেদ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং দলীল প্রদানের ক্ষেত্রে এ

সকল মাদরাসাগুলোর প্রমাণপদ্ধতি এ দিকনির্দেশনা দেয় যে, মতভেদটি অনুমিত। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ তাই মতভেদ করেছেন, কেউ অপরকে প্রত্যাখ্যান করেননি, সে দৃষ্টিকোণ থেকে এটা পার্থক্যের নিদর্শন। যেহেতু এ ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গী ও ফিকহী ব্যাপারে তাদের মাঝে বিভিন্নতা দেখা গেছে।

এ কারণে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ খলীফা আবু জাফর আল-মনসুরকে একমাত্র তার মাযহাব নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা দিতে ও সকল নগরীতে তা ছড়িয়ে দিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, "আপনি এমনটা করবেন না। কারণ, মানুষজনের কাছে আগে কিছু মত পৌঁছে গেছে। তারা বিভিন্ন হাদীস শুনেছে। বিবিধ বর্ণনা তারা করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে যা আগে পৌঁছেছে তা তারা গ্রহণ করে তার ওপর আমল করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মাঝে যে ইখতিলাফ হয়েছিল তার মধ্যে থেকে তারা একটা মানতে শুরু করেছে। তারা যা বিশ্বাস করে, তা থেকে তাদের ফেরানো কঠিন। মানুষজন যার ওপর আছে, প্রতিটি নগরীর মানুষ নিজেদের জন্য যা বেছে নিয়েছে; তাদের আপন অবস্থার ওপর রেখে দিন।"[১]

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী বলতেন, 'আলেমরা উদার মানুষ। তারা মতভেদ করেই চলে। একজন হালাল বলে তো অন্যজন বলে হারাম। অথচ একজন আরেক জনকে কখনো দোষারোপ করে না।"[২]

তাদের মতভেদের আগে সাহাবীদেরও মতভেদ হয়েছে। তাদের এই মতভেদ ছিল এক বিরাট রহমত, যেমনিভাবে তাদের ঐকমত্য অকাট্য প্রমাণ; যেমনটা ইবনু কুদামা বলেন।[৩]

উমর ইবনে আব্দুল আযীয বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ মতভেদ না করুক, এমনটা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়; বরং তারা মতভেদ না করলে তো ছাড় থাকত না।" [৪]

---

১. ইমাম মালেকের জীবনীতে আসবে।

২. আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায (১/১০৫); আল-মাক্বাসিদুল হাসানাহ (পৃ. ৭০); কাশফুল খাফা (১/৭৫)

৩. লুম'আতুল ই'তিক্বাদ (পৃষ্ঠা : ৪২)।

৪. আল-ইবানাতুল কুবরা (৭০৩); আল-ফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ (২/১১৬); ফাইদ্বুল ক্বাদীর (১/২৪৮)।

ইসহাক ইবনে বাহলূল আল-আনবারী একবার ইমাম আহমদের কাছে একটা কিতাব নিয়ে এসে বলেন, 'আমি এতে সকল মতভেদ একত্র করেছি। নাম দিয়েছি [কিতাবুল ইখতিলাফ]।' ইমাম আহমদ বললেন, 'এর নাম [কিতাবুল ইখতিলাফ] রেখো না। এর নাম দাও : [কিতাবুস সা'আ] তথা প্রশস্ততার কিতাব।'[৫]

তালহা ইবনে মুসার্‌রিফের কাছে যদি বলা হতো, 'মতভেদ'; তিনি বলতেন, 'মতভেদ বোলো না, প্রশস্ততা বলো।'[৬]

মতভেদের ব্যাপারে এই যে উদার মন, এটা সংকীর্ণতা থেকে বহু দূরে অবস্থিত। যেখানে মতভেদের বিষয়টা সম্ভাবনার দাবি রাখে, অকাট্য কোনো কিছু নয়। এমন মানসিকতা সকল মানুষের জন্য সহনীয় হয়, কাউকে দীনের ব্যাপারে ফিতনায় ফেলে না, কিংবা দুনিয়ার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা আরোপ করে না।

মজার ব্যাপার হলো, ইসলামের ইতিহাসে 'ফিকহী দল'-এর উৎপত্তি ঘটেছে। তারা ইবাদত-সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলা উদঘাটন করত এবং মতভেদের ধারাবাহিকতা মজবুত করত, যেটা এর আগের যুগে ছিল না। কেননা, খোলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন একই সাথে আলেম ও শাসক। ফলে ইমামগণ ইলম ও ফিকহের পদমর্যাদা লাভ করেন। এই চার ইমাম এবং এদের অনুসারীদের উপস্থিতি ইসলামের প্রশস্ত মানচিত্রকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে। অপরদিকে বিদ্যমান রাজনীতির প্রতিপক্ষ হিসেবে এমন কোনো দল বা সংগঠন স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াতে পারেনি, যারা ভারসাম্য রক্ষা করবে এবং রাজনৈতিক কার্যাবলির উত্তম পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করবে।

পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানো

ইমামগণ এক ব্যতিক্রমী যুগে আর্বিভূত হয়েছিলেন। আমরাও এক ব্যতিক্রমী যুগে বাস করছি, যেখানে রয়েছে আবিষ্কার, নতুনত্ব, পরিবর্তনশীলতা ও পরীক্ষা। ফলে ওই সকল ইমামের মতো কিছু মুজতাহিদ আলেমের প্রয়োজন, যারা যুগের নানা প্রশ্নের উত্তর দেবে, সমস্যার সমাধান করবে এবং বাস্তব অবস্থা ও চিন্তার সাথে

৫. ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলা (১/২৯৭); মাজমূ'উল ফাতাওয়া (১৪/১৫৯); আল-মাক্বসাদুল আরশাদ (১/২৪৮)
৬. আল-ইবানাতুল কুবরা (২/৫৬৬); আবুল লাইস আস-সামারকান্দী লিখিত বুস্তানুল 'আরেফীন (পৃষ্ঠা : ৩০৮); হিলয়াতুল আউলিয়া (৫/১৯); আল-মুসাওয়াদা ফি উসূলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা : ৪৫০); আশ-শা'রানী লিখিত আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (১/৩৭)।

শরীয়তের উপযোগী সঠিক ও সুবিন্যস্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

এ কেবল কল্পনা নয়, অসম্ভব ব্যাপারও নয়। কেননা, এ উম্মাহ একটি অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মাহ, যেমনটা ইমাম আহমদের বর্ণিত হাদীসে আছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَثَلُ أُمَّتِيْ مَثَلُ المَطَرِ لَا يُدْرٰى أَوَّلُهٗ خيرٌ أَمْ اٰخِرُهٗ

"আমার উম্মাহ বৃষ্টির মতো; এর শুরুটা উত্তম নাকি শেষটা, বোঝা যায় না।"[৭]

ইলমের উপকরণগুলো সহজ হয়ে গেছে। বিশ্বকোষ ছাপা হয়েছে। মাদরাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমের মানুষের মাঝে যোগাযোগ করাও সহজ হয়েছে। ইলম ও কাজের পরিসর বড় হয়েছে। ফলে এখন সহজ হয়েছে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ও স্বভাবজাত প্রস্তুত ব্যক্তিদের বাছাই করা ও গভীর শরয়ী জ্ঞান অর্জনে প্রস্তুত করা; যাতে তারা জ্ঞানের গভীরে পৌঁছতে পারে। অধিকন্তু তাদের বাস্তব অবস্থার উপযোগী জ্ঞানও প্রদান করতে হবে, যা তাদের মননকে বিকশিত করবে, অবস্থার চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা তৈরি করে দেবে এবং যুগের নতুন প্রেক্ষাপট বুঝে তার প্রতিকার ও উন্নয়ন করার সক্ষমতা এনে দেবে।

এভাবে নিয়ন্ত্রণহীন ইলমী ও ফিকহী নেতৃত্বে প্রাণ ফিরে আসবে; তা হয়ে উঠবে সুচিন্তিত, সুদক্ষ, উত্তম চরিত্র সম্পন্ন ও মানব-প্রকৃতি অনুধাবনে সচেতন। এতে যেমনিভাবে থাকবে মৌলিক সুবিন্যস্ত উৎসের অবস্থান, তেমনিভাবে থাকবে উদার নবায়নকৃত জ্ঞানের সাথে অভিযোজন। কখন কঠোরতা আর কখন নম্রতা, কখন দৃঢ়তা আর কখন দোদুল্যমানতা, কখন সরবতা আর কখন নীরবতা—সেটা নেতৃত্বের অবগতিতে থাকবে।

এটা কৌশলগত কারণে খুব প্রয়োজন। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তি এর দায়িত্ব বহন করে—হোক সে প্রভাবশালী, আলেম, দাঈ, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী। যাদের মাঝে

---

৭. ত্বায়ালেসী (২১৩৫); আহমদ (১২৩২৭); তিরমিযী (২৮৬৯)।
ত্বায়ালেসী (৬৮২); আহমদ (১৮৮৮১); ইবনু হিব্বান (৭২২৬)-এ আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আরও দেখুন, শারহু ইলালিত তিরমিযী (২/৫০১-৫০২); আল-আলাঈ রচিত 'তাহকীকু মুনীফির রুতবা লিমান সাবাতা লাহু শারীফুস সুহবাহ' (পৃষ্ঠা : ৮৪-৯০); ইবনু কুদামা রচিত 'আল-মুনতাখাব মিন 'ইলালিল খাল্লাল' (পৃষ্ঠা : ১২)।

সেরা ব্যক্তি নেই, তারা যেন সেরা ব্যক্তি তৈরি করে নেয়!

আজকের সংস্কারকদের জন্য পূর্ববর্তীদের মতো ইজতিহাদ করা থেকে থেমে থাকা শোভা পায় না; বরং তাদের উচিত ইজতিহাদের উপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করা। না হলে প্রতিটা যুগেরই তো সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও অবস্থা আছে। প্রত্যেক কালের ইলমী, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আছে। পূর্ববর্তী ইমামগণ হয়তো কিছু চাইতেন, কিন্তু অবস্থার কারণে তা তারা পাননি। আজ জ্ঞানের প্রসার, বিশ্বের পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির কারণে তা সম্ভবপর হয়েছে।

ইলমী, রাজনৈতিক ও সামাজিক নব-উদ্ভূত যে বিষয়াবলি অনেক মানুষের প্রয়োজন, যে বিষয়গুলো সংশয়পূর্ণ ও অস্পষ্ট, সেগুলোতে একক অবস্থান ধরে রাখা থেকে বিরত থাকা উচিত। বর্তমান যুগ তো পারস্পরিক যোগাযোগ, কথোপকথন ও বিনিময়ের যুগ।

ইলমী ও ফিকহী যে একাডেমি আছে, সেগুলোর অবস্থার উন্নতি করা দরকার, যাতে শরীয়ত ও বাস্তব অবস্থার জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে পরিপক্ক ও গবেষণালব্ধ মত প্রদান করা যায়। সেটা হবে কোনো নির্দিষ্ট মাযহাব, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও দলীয় ঝোঁকের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে। এমনটা করা সম্ভব। পরিবর্তিত অবস্থা সে কাজে সহায়ক। বিশেষ করে বর্তমান জ্ঞানের যে বিস্তার এবং পূর্বের চেয়েও উত্তমরূপে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মাঝে যে মিশ্রণ, সে কারণে। এ ছাড়াও অনেক গবেষকদের ইলমী আসবাব সামগ্রীর অভাব আছে, সেগুলোর জোগান, বৈষয়িক ও অবৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অবস্থান দাঁড় করানো এবং ইলমী গবেষণার ব্যয় বহন করা হবে ওয়াকফ, দান ইত্যাদির মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে তাদের মানসিকতা হবে নিরপেক্ষ, কারও পক্ষে না আবার কারও বিপক্ষেও না। যেমনটা বলা হয়, আজকের স্বপ্ন আগামী দিনের বাস্তবতা!

৪- ইমামত ও যোগ্যতা

এই সেরা মানুষগুলো হয়তো নেতৃত্বের অবস্থানটা যোগ্যতার সাথে অর্জন করে নিয়েছে। এ নেতৃত্ব আল্লাহপ্রদত্ত এমন এক অবস্থান, যা কেবল উপযুক্ত মানুষকে তিনি প্রদান করেন। এটি কেবল সাক্ষ্য দেওয়া ও অবগতির নাম নয়; বরং ইলম, আমল ও ঈমানের সমন্বয়। যেমনটা আয়াতে কারীমায় আছে,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"আর আমরা তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে হেদায়াত করত; যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর তারা আমাদের আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।" [সাজদাহ : ২৪]

এ কারণে সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা বলতেন, 'তারা মূল বিষয়কে আঁকড়ে ধরেছিল; তাই আল্লাহ তাদের নেতা বানিয়েছেন।'[৮]

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহকে বলতে শুনেছি, 'সবর ও ইয়াকীনের মাধ্যমে দ্বীনী নেতৃত্ব অর্জিত হয়।' তারপর আল্লাহর এ আয়াত পড়লেন,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"আর আমরা তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে হেদায়াত করত; যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর তারা আমাদের আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।" [সাজদাহ : ২৪][৯]

এত এত ফকীহ, আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, আবেদ, হাদীসের বর্ণনাকারী, লেখকসহ আরও যত মানুষের নাম বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা হয়েছে এবং যাদের স্মরণ ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী হয়েছে, তাদের সেই বিশাল তালিকা ও উজ্জ্বল নামগুলোর দীর্ঘ সারির সামনে আমি দাঁড়াই। কী করে এই চার জন কোনো কষ্ট ছাড়া এবং এমন মর্যাদা লাভের অভিপ্রায় ব্যতীত অগ্রসরতা অর্জন করে নিয়েছেন। তারা তো এমনটা চাননি, আগ্রহও প্রকাশ করেননি।

---

৮. উদ্দাতুস সাবিরীন (পৃষ্ঠা : ১০৯); ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন (৫/৫৭৩); তাফসীরু ইবনে কাসীর (৬/৩৭২)
৯. মাদারিজুস সালিকীন (২/১৫৩)।

তাদের মাঝে আছেন শ্রেষ্ঠ ফকীহগণ। যেমন মদীনার সাত ফকীহ[১০] , আওযাঈ, সাওরী, আবু সাওর, লাইস ইবনে সা'দ, যাহেরী মাযহাবের ফকীহগণ। এ ছাড়া আরও যত মাযহাব আছে, যেগুলো ফিকহী শাখাগত মাসআলার দিক থেকে চার মাযহাবের সাথে মিলে যায়; তার কোনোটাই এই মাদরাসাগুলোর মতো এতটা গুরুত্ব লাভ করেনি। আরও আছে জাফর সাদেক্বের মাদরাসা; যেটা আকীদাগত দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন, তবুও ফিকহী মাদরাসা হিসেবে গণ্য।

প্রতিটা মাযহাবের এমন-সব ব্যাখ্যাকার, লেখক ও আলেম পাওয়া যায়, যারা বেশ উঁচু মর্যাদার। তাই প্রতিটা মাযহাব একটি করে মর্যাদাপূর্ণ মাদরাসা, যাতে প্রবেশ করে, নেতৃত্ব দেয় ও পড়ায় একদল প্রখর চিন্তাবিদ; বেরিয়ে আসে একদল বুদ্ধিমান। প্রতিটা মাদরাসার তাক দুর্লভ ও মহান গ্রন্থে পরিপূর্ণ। আল্লাহ এ মাযহাবগুলো সংরক্ষণ ও এর নিয়মনীতি সুসংহত করার জন্য কিছু লোকজন নির্ধারণ করে রেখেছেন, ফলে মাযহাবগুলোর মূল ও শাখাগত মাসআলাসহ সংরক্ষিত হয়েছে। এগুলোর নিয়মকানুন প্রবর্তন, শাখা মাসআলা উদঘাটন, লিপিবদ্ধকরণ ও বিন্যস্তকরণ হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ফিকহী মাসআলা এগুলোর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এগুলোর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।

হানাফী মাযহাবে সেগুলোর নাম : 'মাসায়েলুল উসূল' বা 'যাহেরুর রিওয়ায়াহ'। এটি 'আল-মাবসূত্ব', 'আয-যিয়াদাত', 'আল-জামেউস সগীর', 'আল-জামেউল কাবীর', 'আস-সিয়ারুল কাবীর', 'আস-সিয়ারুস সাগীর'—এর সমন্বয়। সবগুলো বই মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী রচিত।

এগুলোকে 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' নাম দেওয়ার কারণ হলো, এগুলো ইমাম মুহাম্মাদ থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সূত্রে বর্ণিত। ফলে সেগুলো তার থেকে প্রমাণিত। হতে পারে মুতাওয়াতির বা মাশহুর হিসেবে।

মুখতাসার তথা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থসমূহের মাঝে রয়েছে : 'মুখতাসারুত ত্বহাবী', 'মুখতাসারুল কুদূরী', নাসাফী রচিত 'কানযুদ দাক্বায়েক্ব'।

---

১০. সাত ফকীহ হলেন : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক, খারেজা ইবনে যাইদ ইবনে সাবেত, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার। সপ্তম জনের ব্যাপারে মতভেদ আছে : কারও মতে, আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনুল হারেস ইবনে হিশাম; কারও মতে, আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম।